দক্ষযজ্ঞ

DISTRIBUTORS : INDIA PICTURES LTD.,
Managing Agents :— RADHA FILM COMPANY,
BHARAT BHABAN : *Chittaranjan Avn. CALCUTTA.*

13-10-34

দক্ষ-যজ্ঞ

প্রথম সংস্করণ—৫০০০
দ্বিতীয় (সুলভ) সংস্করণ—৫০০০
তৃতীয় (সুলভ) সংস্করণ—৫০০০

প্রথমারম্ভ :
ক্রাউন টকি হাউস
১৩ই অক্টোবর ১৯৩৪

মূল্য এক আনা

"দক্ষ-যজ্ঞ"-চিত্রের সংগঠনকারীদের পরিচয়

জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়—ইনি ভারতীয় চিত্র-জগতে একজন খ্যাতনামা প্রয়োগ-শিল্পী। বহুকাল ম্যাডান কোম্পানীর সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া, প্রায় শতাধিক চিত্রের পরিচালনা করিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। 'লয়লা মজনু' 'শিরীণ ফরহাদ' ইত্যাদি ভারত-বিখ্যাত চিত্র গুলির ইনিই জন্মদাতা। 'দক্ষ-যজ্ঞ' চিত্রের পরিচালনা ছাড়াও ইহার গল্প ও চিত্র-গাথা ইনি রচনা করিয়াছেন।

ডাঃ হৃষীকেশ রক্ষিত, ডি, এস্-সি—শব্দ-বিজ্ঞানে মৌলিক গবেষণা করিয়া ইনি সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। ভারতীয় চিত্র-জগতে অপর কোন শব্দ-যন্ত্রীর অদৃষ্টে ইতিপূর্ব্বে এতখানি সম্মানলাভ ঘটে নাই। ডাক্তার রক্ষিত 'দক্ষ-যজ্ঞ' চিত্রের শব্দনিয়ন্ত্রণে কতখানি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন তাহা এই সবাক চিত্রখানি দেখিলেই আপনারা সকলে বুঝিতে পারিবেন।

দত্তাত্রেয় গোপাল গুণে—ইনি মহারাষ্ট্রের একজন বিখ্যাত আলোক-চিত্র শিল্পী। Stunt Photographer হিসাবে শ্রীযুক্ত গুণে অদ্বিতীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। "শ্যাম-সুন্দর," "Land of the Lust" "চার-দরবেশ" ইত্যাদি বহু বিখ্যাত ফিল্মগুলির আলোক-চিত্র গ্রহণে শ্রীযুক্ত গুণে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। "দক্ষ-যজ্ঞে"-ও ইহাঁর নৈপুণ্যের পরিচয় পাইবেন।

শঙ্কর ঘুরাজী ও রামচন্দ্র পাওয়ার—উভয়েই মহারাষ্ট্রের সুবিখ্যাত দৃশ্য-সজ্জাকর (setting master)। "দক্ষ-যজ্ঞে"-র বিরাট ও সুদৃশ্য সেটগুলির পরিকল্পনা ও গঠন-কার্য্য ইহাঁরাই করিয়াছেন।

হেমেন্দ্র কুমার রায়—বাঙ্‌লা দেশের বহু উপন্যাস ও নাটক ইনি রচনা করিয়াছেন, অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতকার এবং কবি হিসাবে হেমেন বাবু বহু-পরিচিত। "দক্ষ-যজ্ঞে"-র সুন্দর গানগুলি ইহাঁর দ্বারা রচিত।

"দক্ষ-যজ্ঞ"-চিত্রের কয়েকটী শিল্পীর পরিচয়

অহীন্দ্র চৌধুরী

বাঙ্‌লার অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রাভিনেতা হিসাবে অহীন্দ্র ভূষণ চৌধুরীর নাম চিত্র ও মঞ্চ-জগতে আজ বহু প্রসিদ্ধ। বাঙ্‌লার এই মায়াবী নট, 'দক্ষ-যজ্ঞে' মহারাজ 'দক্ষের' ভূমিকায় অবতীর্ণ।

"দক্ষ-যজ্ঞে"র কয়েকটি শিল্পীর পরিচয়

শ্রীমতী চন্দ্রাবতী

যিনি ইতিপূর্ব্বে একবার মাত্র কথক-চিত্রে আত্মপ্রকাশ করিয়া নিজ অভিনয় প্রতিভায় বাঙ্‌লার কলা-রসিক জনমণ্ডলীর হৃদয় জয় করিয়াছিলেন, সেই শিক্ষিতা ও সুন্দর অভিনেত্রী শ্রীমতী চন্দ্রাবতী আমাদের 'দক্ষ-যজ্ঞে' 'সতীর' ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন।

"দক্ষ-যজ্ঞে"র কয়েকটি শিল্পীর পরিচয়

ধীরাজ ভট্টাচার্য্য

বাঙ্‌লার এই সুদর্শন ও জনপ্রিয় নট—এই চিত্রে শিবের' ভূমিকায় অবতীর্ণ। ধীরাজ বাবু ইতিপূর্ব্বে বহুবার সবাক চিত্রে নায়কের ভূমিকায় সু-অভিনয় করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। অভিনয় প্রতিভা ছাড়াও গান গাহিবার ক্ষমতা আছে। আমাদের "রাজ-নটী বসন্ত সেনা" নামক চিত্রে নায়কের ভূমিকায় ধীরাজ বাবুর সুকণ্ঠের পরিচয় পাইবেন।

রবি রায়

ইনিও নবযুগের একজন খ্যাতনামা অভিনেতা। এই চিত্রে 'দধীচির' ভূমিকায় অবতীর্ণ। 'রাজ-নটী বসন্ত সেনায়' ইহাঁকে আর একটি প্রধান ভূমিকায় দেখিতে পাইবেন।

মৃণাল ঘোষ

সুকণ্ঠ গায়ক হিসাবে মৃণাল বাবু সর্ব্বত্রই সুপরিচিত। ইতি-পূর্ব্বে আমাদের বহুচিত্রে অবতীর্ণ হইয়া সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন "দক্ষ-যজ্ঞ"-এ 'নারদের' ভূমিকায় মৃণাল বাবুর মুখের সুন্দর গানগুলি নিশ্চয়ই আপনাকে সারাক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিবে।

"দক্ষ-যজ্ঞে"র কয়েকটি শিল্পীর পরিচয়

জানকী ভট্টাচার্য্য—জানকীবাবু একজন খ্যাতনামা শিল্পী। "দক্ষ-যজ্ঞ"-এ ভৃগুর ভূমিকায় তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয় পাইবেন।

কুমার মিত্র—হাল্কা হাসির ভূমিকার অভিনয়ে কুমারবাবু অদ্বিতীয়। আমাদের বহু চিত্রে, নৃত্যগীতবহুল বহু ভূমিকায় সু-অভিনয় করিয়া ইনি কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছেন। এই চিত্রে কুমারবাবু 'পুরোহিতের' ভূমিকায় অবতীর্ণ।

শিব—　　　　ধীরাজ ভট্টাচার্য্য

দক্ষ— অহীন্দ্র চৌধুরী

ভূমিকা-লিপি

দক্ষ	...	অহীন্দ্র চৌধুরী
ব্রহ্মা	...	তুলসী চক্রবর্ত্তী
বিষ্ণু	...	জ্যোৎস্না মিত্র
দধীচি	...	রবি রায়
ভৃগু	...	জানকী ভট্টাচার্য্য
নারদ	...	মৃণাল ঘোষ
শিব	...	ধীরাজ ভট্টাচার্য্য
বৃহস্পতি	...	পৃথ্বীশ ভাদুড়ী
পুরোহিত	...	কুমারকৃষ্ণ মিত্র
নন্দী	...	সরোজ বাগ্চী
ভৃঙ্গী	...	ষষ্ঠী মুখোপাধ্যায়
সতী	...	চন্দ্রাবতী
প্রসূতী	...	বীণাপাণি

সংগঠন-কারী

দৃশ্য-সজ্জাকর—শঙ্কর ঘুগাজী ও রামচন্দ্র পাওয়ার

গীত-কার—হেমেন রায়

নেপথ্য-সঙ্গীত-পরিচালক—অনাথ বসু ও কুমার মিত্র

নৃত্য-শিক্ষক—তারক বাগ্‌চী

সহকারী আলোক-চিত্র-শিল্পী—বীরেন দে

ব্যবস্থাপক—হরি ভঞ্জ

গল্পাংশ

রৌদ্রেশ্বর মহাদেব ধ্বংসের দেবতা, আর প্রজাপতি দক্ষরাজ আশ্রিতবৎসল, প্রজারঞ্জনকারী—তাই দক্ষের ধারণা, এই শ্মশান-বাসী কদাচার দেবতাটা তাঁহার পরম শত্রু। শুধু তাঁহার কেন, সমগ্র বিশ্বের কোটি কোটি অসহায় জীব যখন জীবনের জন্য প্রার্থনা করে, মৃত্যুর দেবতা মহাদেবের ত্রিশূল তখন তাহাদের ধ্বংসের জন্য উদ্যত হয়; কাজেই সমগ্র জীবনের শত্রু, বিশ্বের শত্রু, এই মরণের দেবতার নাম পর্য্যন্ত তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না।

একদিন নিভৃতে দক্ষ-দুহিতা সতী তাঁহার ইষ্ট দেবতা শিবের চরণ-পাদুকা দুইখানি প্রাসাদ কক্ষের একটী কোণে রাখিয়া, বাতায়নের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার আয়ত সুন্দর চক্ষু দুইটী নিবদ্ধ হইল একটী প্রজাপতির উপর। এমন সময় দক্ষরাজ আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন।

তাঁহার আদরিণী কন্যা সতী তখনও অবিবাহিতা। কন্যার অপরূপ লাবণ্য আজ তাঁহাকে উদ্বেলিত করিল। কি ভাবে তাহাকে সৎপাত্রে অর্পণ করা যায়, তিনি সেই কথাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। হঠাৎ ঘরের কোণে সেই পাদুকার প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই সবিস্ময়ে তিনি কন্যাকে প্রশ্ন করিলেন, "ওকি মা"

সতী তখন সবিনয় উত্তর করিলেন,—"দেবাদিদেব মহেশ্বরের চরণ পাদুকা, আমি গড়েছি।"

শিবদ্বেষী দাম্ভিক দক্ষের নিকট ইহা অসহ্য। ক্রোধোন্মত্ত অবস্থায়, সেই পাদুকা তৎক্ষণাৎ দূরে নিক্ষেপ করিবার জন্য তিনি দাসীর প্রতি আদেশ করিলেন। আর বিদায়ের পূর্ব্বে কন্যাকে জানাইয়া গেলেন, শিব তাঁহার মহাশত্রু, তাঁহার প্রাসাদে শিব পূজা নিষিদ্ধ।

পিতার কথায় কন্যার অন্তর বেদনায় ভাঙ্গিয়া পড়িল। শিবনিন্দা সতীর নিকট অসহ্য। তিনি নীরবে মহাদেবের ধ্যান করিতে লাগিলেন।

জননী প্রসূতী কন্যার অন্তরের কথা জানিতেন। তিনি গোপনে কার্য্য উদ্ধারের জন্য রাজ-পুরোহিতকে কৈলাসপুরে শিবের নিকট পাঠাইলেন। এ সংবাদ সতীর বেদনা-বিক্ষুব্ধ অন্তরে শান্তির প্রলেপ দিল।

দক্ষরাজ ভাবিতেন, তিনি করেন জীবকে রক্ষা, আর শিব করেন সৃষ্টিকে ধ্বংস্। এই ধ্বংসের দেবতা ছিল তাঁহার চিরশত্রু। তাই আজ ঘটা করিয়া দক্ষের প্রাসাদে শিবহীন সয়ম্বরের আয়োজন হইল। সেই সয়ম্বরে—দেবতা, গন্ধর্ব্ব, কিন্নরাদি ত্রিভূবনবাসী সকলেই নিমন্ত্রিত হইলেন—কেবল বাদ পড়িলেন শিব।

সভাস্থলে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর অনুমতি লইয়া দক্ষরাজ অন্তঃপুরে গমন করিলেন কন্যাকে আহ্বান করিতে। জননী তখন প্রিয়তমা

কন্যাকে অপরূপ বসনভূষণে সাজাইয়া, দক্ষের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। সতী আর একবার পরম ভক্তিভরে তাঁহার অভীষ্ট দেবতা শঙ্করের চরণ পাদুকার প্রান্তে মস্তক অবনত করিলেন।

দক্ষের নিকট এ দৃশ্যও অসহ্য। নিদারুণ ক্রোধে তিনি কন্যাকে সভাস্থ করিলেন।

সভাস্থ সকলে সতীর অপরূপ লাবণ্য দর্শনে বিমোহিত হইলেন। সতীর মুখমণ্ডল এক স্বর্গীয় জ্যোতিতে আলোকিত হইল। বিস্ময়-বিমোহিত জন-মণ্ডলী সহসা সতীকে "বিশ্ব-জননী" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। সকলের অনুমতি লইয়া মহারাজ দক্ষ কন্যাকে নিজ ইচ্ছামত পতি নির্ব্বাচনে আহ্বান করিলেন।

কিন্তু ভবিতব্য খণ্ডাইবে কে?

সতীর অন্তর তখন ভোলানাথের চিন্তায় বিভোর। শিব-অন্ত-প্রাণা সতী সমস্ত অন্তর দিয়া ভোলানাথকে ডাকিতে লাগিলেন।

দেবাদিদেব মহেশ্বর সতীর সে আকুল আহ্বান উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। শঙ্করের অন্তর-লোকে সে বাণী গিয়া পৌঁছিল; তিনি সতীর মুখ রক্ষা করিলেন। সহসা নিজ দৈব শক্তি বলে সেই সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া স্বীয় কণ্ঠে সেই বরমাল্য গ্রহণ করিলেন। ইন্দ্রজালের মত এই ব্যাপার ঘটিয়া গেল। সভাস্থ সকলে এই অলৌকিক কাণ্ড অবলোকন করিয়া বিস্ময়ে হতবাক্ হইলেন। ক্ষণিকের জন্য মহারাজ দক্ষেরও বাক্-শক্তি রহিত হইল। তিনি নিজেকে সাতিশয় অপমানিত জ্ঞান

করিলেন ও নিদারুণ ক্রোধে সতীকে সভা হইতে অন্তঃপুরে লইয়া যাইতে দাসীর প্রতি আদেশ করিলেন।

এই ঘটনার পর দক্ষের অন্তরে প্রতিহিংসার দাবানল জ্বলিয়া উঠিল! এই নিদারুণ অপমানের প্রতিশোধ লইতে তিনি বদ্ধপরিকর হইলেন। কন্যার আচরণের তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। কন্যা-স্নেহ ঘৃণায় পর্য্যবসিত হইল। তিনি অতি নিষ্ঠুরের মত কন্যাকে নিরাভরণা করিবার আদেশ দিলেন।

সতী কিন্তু জননীর আশীর্ব্বাদ লাভ করিলেন। তিনি কন্যাকে বুকে তুলিয়া লইয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

তাহার পর নানা ভাবে সতীর মনোভাব পরিবর্ত্তনের জন্য চেষ্টা চলিতে লাগিল, তাহা বিফল হইলে নির্য্যাতন আরম্ভ হইল।

কিন্তু তাহা কতক্ষণের জন্য? দক্ষের আদেশে, অন্ধকার কক্ষে বন্দিনী করিয়া রাখিবার জন্য প্রেরিত হইলে সতীর আকুল আহ্বান দেবাদিদেবকে আবার বিচলিত করিয়া তুলিল। সহসা তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া সতীকে স্বীয় অঙ্কে স্থাপন করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

বিশ্ব-জননীর সহিত বিশ্বনাথের এই প্রথম মিলন। শূন্য কৈলাস-পুরী শিব-সতীর আগমনে আনন্দ-চঞ্চল হইয়া উঠিল।

ইহার কিছুকাল পরেই ভৃগু মুনির আশ্রমে মহাযজ্ঞ। ত্রিজগতের সকল অধিবাসীই নিমন্ত্রিত। দক্ষরাজ সভাস্থলে প্রবেশ করিবামাত্রই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব ছাড়া সকলেই তাঁহাকে যথাযোগ্য সম্মানসহকারে প্রণাম করিলেন।

জামাতার এই আচরণে দক্ষরাজ বিশেষরূপে অপমান বোধ করিলেন। পরম ক্রোধভরে তিনি প্রকাশ্যভাবেই চীৎকার করিয়া শিবকে কটূক্তি করিতে লাগিলেন। শিব কিন্তু কোন কথারই জবাব দিলেন না। ভস্ম ও চন্দনে যাঁহার সমজ্ঞান, ঘৃণা বা কটূক্তি তাঁহার উদার চিত্তে কেমন করিয়া রেখাপাত করিবে? তখন সেই চির ক্ষমাশীল, করুণার আধার মহাদেব, ডম্বুরনিনাদে সভাস্থল পরিত্যাগ করিয়া কৈলাসাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এই বার্ত্তা শ্রবণে সতীর অন্তরে বেদনা লাগিল।

ইহার পরেই প্রতিশোধপর্ব্ব। অপমান-আহত দক্ষ সর্ব্ব জগৎবাসীর সম্মুখে শিব-লাঞ্ছনার জন্য যে বিরাট আয়োজন করিলেন তাহারই নাম—বাজপেয় যজ্ঞ। শিব-হীন সেই বাজপেয় সমারোহে ত্রিভুবন নিমন্ত্রিত হইল—কেবল বাদ পড়িলেন—শিব ও শিবানী।

অথচ, এই যজ্ঞের সংবাদটা তাঁহাদের কাছে পৌঁছিতে বিলম্ব ঘটিল না। নারদ মুনির মুখে উভয়েই শুনিলেন যে, যজ্ঞে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল—সকলেরই আহ্বান হইয়াছে; কেবল কৈলাস-পুরীতে কন্যা ও জামাতার নিকট সে আহ্বান আসে নাই।

সতী কাঁদিতে লাগিলেন। যে পিতৃগৃহ হইতে তিনি গোপনে পলাইয়া আসিয়াছেন, যে পিতা-মাতাকে বহুদিন দেখেন নাই, সেখানে আজ উৎসবের আনন্দ, অথচ তাঁহারা নিমন্ত্রিত হইলেন না! আজ সেখানে তাঁহার ভগিনীরা আসিয়াছেন, মা হয়ত' তাঁহার জন্য কাঁদিতেছেন……না, না, সতী যাইবেন, বহুকাল

সেখানে তিনি যান নাই, সেখানে না গিয়া তিনি থাকিতে পারিবেন না। কিন্তু মহাদেব প্রথমতঃ দেবীর ইচ্ছা পূর্ণ করিতে সাহসী হইলেন না। কি এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় তাঁহার বুক কাঁপিয়া উঠিল। সতী তখন অনন্যোপায় হইয়া দশমহাবিদ্যার বিচিত্র রূপ প্রকাশ করিয়া মহাদেবকে ভীত করিলেন। অবশেষে তিনি বাধ্য হইয়াই অনুমতি দিলেন। নন্দীর সঙ্গে সতী গেলেন দক্ষালয়ে।

দক্ষ-যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছে। দক্ষের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য! দক্ষের অন্যান্য কন্যা জামাতা সকলেই আসিয়াছে। আসে নাই শুধু সতী। দক্ষরাজ মহিষী প্রসূতীর আর দুঃখের সীমা নাই।

এমন সময়ে কিসের একটা গুঞ্জনে সভা প্রাঙ্গণ মুখরিত হইয়া উঠিল।—'সতী আসিয়াছে! সতী আসিয়াছে!'

সে সংবাদ গিয়া পৌঁছিল দক্ষের কানে।—'আসিয়াছিস্ মা?' তাঁহার এই আদরিণী কন্যাকে তিনি বহুদিন দেখেন নাই। অভিমান করিয়া যে চলিয়া গিয়াছিল সে আজ ফিরিয়া আসিয়াছে! দক্ষের ইচ্ছা হইল—এখনই ছুটিয়া গিয়া কন্যাকে তাঁহার বুকে জড়াইয়া ধরেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার মনে পড়িল—সতী শিবের গৃহিণী! তৎক্ষণাৎ তিনি নিজেকে সম্বরণ করিয়া লইলেন। সতীর কথা আর ভাবিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন।

ওদিকে সতীর অবস্থা তখন বড় শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। সর্ব্বত্যাগী ভিখারী ভোলানাথের গৃহিণী সতী, পরিধানে পট্টবস্ত্র,

দক্ষালয়ে সতী

শিবালয়ে সতী

গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, কেশপাশে ধুতুরার ফুল! কিন্তু অন্য বোনেরা রাজার মেয়ে সর্ব্বাঙ্গে হীরা-মণি মুক্তার অলঙ্কার,—অহঙ্কারে মাটিতে পা পড়ে না! সতীকে তাহারা ব্যঙ্গ বিদ্রূপে অস্থির করিয়া তুলিলে প্রসূতি ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিলেন।

রাজ-মহিষী প্রসূতী যজ্ঞস্থলে না আসিলে যজ্ঞে আহুতি দেওয়া চলিবে না। অথচ আসিতে তাঁহার বিলম্ব হইতেছে। দক্ষরাজ নিজে গেলেন তাঁহাকে ডাকিতে।

অন্তঃপুরে গিয়া দেখেন, প্রসূতী তখন সাদরে কন্যাকে তাঁহার কোলের কাছে বসাইয়া স্বুবর্ণপাত্রে দুগ্ধ পান করাইতেছেন।

'ওকে আবার এত আদর কেন?'—দুধের পাত্র টানিয়া ফেলিয়া দিয়া রাণীকে এক রকম জোর করিয়াই দক্ষরাজ সভায় লইয়া গেলেন।

কিন্তু যজ্ঞে বসিতে গিয়াই দেখেন, সতী আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। দক্ষরাজ কিছুতেই তাঁহার রাগ সাম্‌লাইতে পারিলেন না। যজ্ঞ-মণ্ডপে—এত লোকের মাঝখানে শিবকে তিনি এমনভাবে গালাগালি দিতে লাগিলেন যে, সতীর তাহা অসহ্য হইয়া উঠিল। সতী আর পতিনিন্দা সহ্য করিতে না পারিয়া সেইখানেই প্রাণত্যাগ করিলেন।

সঙ্গীতাংশ

১

বিজন মানস সরোবরে,
মগ্ন যোগী ভাব-ভুবনে কে ন্ স্বরূপের সাধন করে।
ভ্রমর-কালো ভুরুর ধনু,
শ্বেতকমলের মতন তনু,
মন্ত্র যেন মূর্ত্ত হ'য়ে লক্ষ যুগের স্বপ্ন ধরে।
মোহন তাপস । বিশ্ব সাধে—
জাগো নৃত্য-বেদের ছাঁদে,
চিত্তকলি উঠুক ফুটে তোমার নয়ন-চন্দ্রকরে।

২

মোর শয়নে নয়নে গোপনে এসেছ,
কোকিল-কূজনে ভালো যে বেসেছ।
কাননে পুলকে, সাজিয়ে আলোকে,
ফুলেতে ফুলেলা কি হাসি হেসেছ।
মেঘের মাদলে, শ্যামর বাদলে,
নয়ন-নদীতে স্বপনে ভেসেছ—
কে তুমি জীবনে মলয়া-বীজনে
মরম-বিতানে আমোদে বসেছ।

৩

ফুলধনু আজ্‌কে তোমায় চায়।
রূপকথিকার ফুলকুমারী
জাগাচে মলয়ায়।
নতুন-গাঁথা ফুলের বাণে
প্রাণে প্রেমের আমোদ আনে.
দুই অধরের লাল স্বপনে
মরম ভ'রে যায়।

৪

দিওনা কিছু—দিওনা প্রিয়! কেবল নিও আমার মন,
কেবল জেনো ভুবন মাঝে আমি তোমার আপন জন।
নিও আমার মুখের গীতি
বুকের প্রীতি, সুখের স্মৃতি,
দুখের ডালা তোমার প্রভু, করবে বহন মোর জীবন।
যা-কিছু মোর হরণ ক'রে
রাখলে মোরে স্মরণ ক'রে
আমোদে মোর উঠবে ভিজে চোখের জলে আঁখির কোণ

৫

ধ্যানের সাধনা তুমি, ধ্যানে দেখ কার হাসি
যোগিনী হয়েছি তাই, শুনেছি যোগীর বাঁশী।
ধূ ধূ ধূ তুষার-মরু, তুমি সেথা মধুতরু,
ঢুলু ঢুলু ত্রিনয়নে ত্রিভুবন পরকাশি।
তোমার মানস মাঝে, আমার জ্যোছনা রাজে,
আমি যে মাধবী-লতা, সহকারে ভালবাসি।

৬

রৌদ্ররাগের তাণ্ডবে হোক্ পূর্ণ নিখিল চিত্ত,
সাগ্নিকের ঐ দীপ্ত ব্রতে সূর্য্য করুক্ নৃত্য।
কণ্ঠে বাজুক্ অগ্নি-বেণু,
রক্তে ছুটুক্ উল্কা-রেণু,
তন্ত্রধারক! মন্ত্রে কর বজ্রশিখায় ভৃত্য।
জীবন যে রে সোণার মত,
শুদ্ধ হবে পুড়্‌বে যত;
জ্যোতিষ্টোমের যজ্ঞে আছে নিত্যকালের বিত্ত।

৭

কেমন করিয়া জীবন ভরিয়া রাখিব তোমায় জানিনা হায়
বল বল বঁধু, বিষ আর মধু, কি দেবে আনিয়া বল আমায়।
বল বল প্রিয়, দুটী আঁখি নদী,
তব নামমালা গেয়ে যায় যদি,
তোমাকেও আমি, পাব কিগো স্বামী, আমার মনের মণি-কোঠায়।

৮

দখিন হাওয়ায় ঝড় এসেচে, ঝড় এসেচে মনে,
আর, সবুজ বনে বনে
ফুলের স্মৃতি উছ্‌লে পড়ে লোচন-ডালা-ভ'রে—
আজ, কেবল ক্ষণে ক্ষণে।
কার হাতে ঐ রঙবেরঙের বাঁশী,
ফুটিয়ে তোলে লতাবধূর হাসি,
পলাশ-ফুলের ভীমপলাসী তাই উলসি ওঠে,
এই, প্রাণের কোণে কোণে

৯

অন্ধকারের বৃষ্টি ঝ'রে সৃষ্টি ভ'রে যায়!
লুপ্ত তপন চন্দ্র তারা দৃষ্টি-সীমানায়।
বিশ্ব কাঁদে মৌন ব্যথায়,
ফুল ঝ'রে যায় কুসুমলতায়,
নয়ন ঝুরে ব্যাকুলতায় প্রাণের বেদনায়।
শুন্‌ছি যেন প্রেতের গীতি,
দেখ্‌ছি যেন শ্মশান-ভীতি,
জাগ্‌ছে বুকে প্রলয়-স্মৃতি মরম-যাতনায়।

১০

শিবনারায়ণে ডাকি!
যুগলমন্ত্রে যুগলমূর্ত্তি হেরিছে আমার আঁখি।
হরি-হর—হর-হরি,
নামামৃত পান করি,
কৈলাস আর গোলক আমার, হৃদয়ে রেখেছি আঁকি
এক পটে দুই ছবি,
মাখামাখি শশী-রবি,
আলোকে পুলকে দ্যুলোকে ভূলোকে প্রেমসুখে বেঁচে থাকি।

১১

রবি-শশী দুই নয়নে মুখের পানে তাকিয়ে থাকো,
বিহগবাণী বাজিয়ে গীতম্ আদর করে আমায় ডাকো।
দখিন বাতাস শুন্‌ছি নিতি
শিখ্‌ছে তোমার নতুন গীতি,
রাঙাফুলের পাপড়ি-পটে অগাধ প্রেমের ছবি আঁকো।
আমায় কত ভালোবাসো,
নিখিল ভরে দেখতে আসো,
তাই ভুবনের ভুলের খেলায় ভুলেও তোমায় ভুল্‌বোনাকো।

১২

মা আমার, এসো প্রাণে!
কত ব্যথা কচি বুকে, মার মন সব জানে।
হারাণো কোলের নিধি
ফিরায়ে দিবে কি বিধি,
মোর আঁখিজল আজি, আর যে মানা না মানে।

১৩

জাগৃহি, জাগৃহি, মহামায়া!
এক দেহে তুমি সতি! জননী, দুহিতা, জায়া।
বিন্দুজলে সিন্ধু দোলে
অসীম সীমার কোলে,
তুমি এক, তুমি বহু, কায়াহীন তব কায়া।

ভারত ভবন, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা, ইণ্ডিয়া পিক্‌চার্স লিমিটেডের প্রচার-বিভাগ হইতে শ্রীসুধীরেন্দ্র সান্ন্যাল কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং ১৫৭-বি, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, চিত্র মন্দিরে মুদ্রিত।